দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 AUG 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১-৮

রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীনহীন দশা প্রসঙ্গে

বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার উন্নয়ন প্রাথমিক শিক্ষা খাতে যাহাই ঘটুক, রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঢাকা মহানগরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯৬টি। অনগ্রসর, বঞ্চিত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা এসব স্কুলের শিক্ষার্থী হওয়ায় এ স্কুলগুলি 'গরিবের স্কুল' হিসাবেও পরিচিত। রাজধানীর নামিদামি মাধ্যমিক স্কুল-কলেজের প্রাথমিক শাখা এবং প্রতিটি মহল্লার একাধিক কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পাশে সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলির দীনহীন দশা প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। অনেক স্কুলেই শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষক সংকট, আবার কোথাও-বা শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করিয়া শিক্ষকরা ফাঁকি দেবার সুযোগ নিতেও সুবিধাজনক স্কুলে পোস্টিং নিয়া থাকে। ঢাকার অনেক স্থানের স্কুলের অবকাঠামো বহু বৎসরের পুরাতন- বিশেষ করিয়া পুরাতন ঢাকায়। জীর্ণশীর্ণ কিছু স্কুল সংস্কারের অভাবে দুর্ঘটনার ঝুঁকিতেও রহিয়াছে। এসব সমস্যা ছাড়াও প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সরকারিভাবে কোনো আয়া, পিয়ন, দারোয়ান ও নাইটগার্ডের ব্যবস্থা নাই। ফলে স্কুলগুলি হইতে প্রতিদিনই খোয়া যায় টয়লেটের বেসিন, ছুটির ঘণ্টা, আসবাবসহ স্কুলের মূল্যবান অনেক জিনিস। আবার কোথাও-বা একই স্কুলে দুই স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ চলিতেছে। এসব সমস্যার কারণে মহানগরীর সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলি মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কতটা সহায়ক ভূমিকা রাখিতেছে, তাহা লইয়া সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না।

বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শহরাঞ্চলে তো বটেই, গ্রামেও সচ্ছল অভিভাবকদের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বদলে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যদিকে সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বোর্ডের বই ছাড়া সহায়ক বই বা শিক্ষার উপরে যথাযথভাবে নজর দেওয়া হয় না। সন্তানদের মানসম্পন্ন শিক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে রাজধানীর প্রাথমিক স্কুলগুলি সম্পর্কে অভিভাবকদের নেতিবাচক ধারণা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, সরকারের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিয়াও প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ২০১২ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করিয়াছে সরকার। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের শুরু হইতেই প্রতিযোগিতাপরায়ণ এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হইতে দেশে প্রবর্তন করা হইয়াছে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা'। কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক হইতে সবচাইতে বড় এই পাবলিক পরীক্ষায় বিগত তিন বৎসরে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর হার ছিল উদ্বেগজনক। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের আগেই শতকরা ৪৮ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়ে। প্রতি বৎসর প্রথম শ্রেণীতে যত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাইতে এত বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঝরিয়া পড়া অব্যাহত থাকিলে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন অনিশ্চিত থাকিয়া যাইবে।

প্রাথমিক স্তরে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী মানসম্পন্ন শিক্ষা পায় না বলিয়া শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। শিক্ষা খাতের অর্জন লইয়া সরকারি মহল সন্তোষ প্রকাশ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে লক্ষ্য অর্জনে এখনো অনেক কিছু করণীয় রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে 'উপেক্ষা ও বৈষম্যে'র ধারণা পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার উন্নয়ন নিয়া অনেক আলোচনা ও পরিকল্পনার কথা শোনা গেলেও মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থা নিরসনের জন্য সরকারের বিশেষ কোনো উদ্যোগ-পদক্ষেপের কথা জানা যায় না। ঢাকা শহরের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ, পর্যাপ্ত শিক্ষা-সরঞ্জাম সরবরাহ, অবকাঠামো নির্মাণ, স্কুল পরিচালনা-কমিটিকে কার্যকর করাসহ মহল্লার সব ধরনের শিশুদের এসব স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তোলার উদ্যোগ-পদক্ষেপ জরুরি। আমরা আশা করিব, মহানগরীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিতে সংশ্লিষ্ট সকল মহলই সচেতন ও তৎপর হইবে।